'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়'

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৩

১১ জুলাই

Adolescent Pregnancy

১৮ এর আগে বিয়ে নয়, ২০ এর আগে সন্তান নয়

কৈশোরে গর্ভধারণ মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়'

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা।
২৭ আষাঢ় ১৪২০
১১ জুলাই ২০১৩

রাষ্ট্রপতি বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

নারী ও কিশোরীদের মধ্যে যারা গর্ভধারণ এড়াতে চান কিংবা গর্ভধারণকে বিলম্বিত করতে চান তাদের হাতের কাছে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সহজলভ্য না হওয়ার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গর্ভবতী হয়ে পড়ছেন। সঠিক সময়ে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য, সেবা ও সরবরাহের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত না হওয়ায় তাঁদের জীবন অনেকটা হুমকির মুখে রয়েছে।

শহরের বস্তিএলাকা, দুর্গম এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও গ্রহণে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোয় বাল্যবিবাহের ফলে অল্প বয়সে কিশোরীরা মা হতে গিয়ে মৃত্যু ও নানাবিধ ঝুঁকির মুখে পতিত হচ্ছেন। তারা সঠিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা পেলে এবং বাল্যবিবাহ রোধ সম্ভব হলে এ সকল অপরিকল্পিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ অনেকটা এড়ানো সম্ভব। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য **'Adolescent Pregnancy'**, যা বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে 'কৈশোরে গর্ভধারণ, মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি মনে করি পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে সক্ষম দম্পতির নিকট পরিবার পরিকল্পনা সেবা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে হবে। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও এর পরিণতি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৩' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৩ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে– **'কৈশোরে গর্ভধারণ, মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ'**। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অল্প বয়সে মাতৃত্ব মা ও শিশু উভয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এর ফলে মা ও শিশু নানাবিধ রোগসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভোগে। তাই কোনো নারীই যেন অল্প বয়সে মা না হন সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সাংবিধানিক অধিকার। মাতৃস্বাস্থ্য এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির আওতায় জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল গ্রহণ এবং মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসের লক্ষ্যে দ্রুত জটিলতা শনাক্তকরণ ও সঠিক স্থানে রেফার করা এবং সেবার গুণগতমান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়ে জরুরি প্রসূতি সেবা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের পাশাপাশি পরিবার কল্যাণ সহকারী ও স্বাস্থ্য সহকারীদের কমিউনিটি স্কিলড বার্থ অ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ) হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধ ও কিশোরী মায়েদের মৃত্যু ঝুঁকি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

আমি, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মীদের আরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই। আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৩ এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'বার বার দরকার
শেখ হাসিনার সরকার'

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য **'Adolescent Pregnancy'**, যা বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে **'কৈশোরে গর্ভধারণ, মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ'**। আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে শতকরা ৩৯ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়ে যায়। বেশির ভাগ সময় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কারণে এটা হয়ে থাকে। এই বিবাহিত কিশোরীদের শতকরা ৭৫ ভাগ তাদের ১৯ বছর বয়সের মধ্যে কিশোরী মা-এ পরিণত হন। অর্থাৎ বাল্যবিবাহের ফলে উচ্চ প্রজনন হারের পাশাপাশি মাতৃ মৃত্যুহারও বেড়ে যায়। দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের ৪৫ শতাংশ নারী সঙ্গতকারণেই অপুষ্টির শিকার হন এবং কম ওজনের শিশুর জন্মদান করেন। ফলে শিশু মৃত্যুহার ও মোট প্রজনন হার অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। কম ওজনের শিশু সম্বলিত উচ্চ প্রজনন হারের কারণে এ সকল শিশুর পূর্ণ মানসিক ও শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, যার নেতিবাচক প্রভাবে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তারা নিজের তথা দেশের স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতায় অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে তারা নিজেরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয় এবং দেশের প্রবৃদ্ধি হয় বাধাগ্রস্ত।

কিন্তু সুখের খবর হল বর্তমানে প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্যতম উপাদান পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উলেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রাক্কালে অগ্রগতির এই ধারাকে অব্যাহত রাখার সর্বাত্মক প্রয়াসের জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাই।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৩ এর সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৩ পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য **'Adolescent Pregnancy'**, যা বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে **'কৈশোরে গর্ভধারণ, মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ'**। জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধির আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য দিবসটি উদ্‌যাপনের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে।

আমাদের দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ১৫-১৯ বছরের অর্ধেক নারীর বিয়ে হয়ে যায়। অনেক কিশোরীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া হয়। এটা রোধ করতে কিশোরী ও নারীদের নিজের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের ক্ষমতা থাকা উচিত। তাই সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে গর্ভধারণের কুফল সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে হবে। আর পরিণত বয়সে একজন নারীর বিয়ে হলে সে নিজে এবং সমাজ কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে।

বর্তমানে প্রথম শিশু জন্মদানের ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেকই কিশোরী মায়েরা জন্ম দিচ্ছেন। বিশেষণে দেখা গেছে, প্রথম গর্ভকে বিলম্বিত করা গেলে এই সকল নারী ও কিশোরীদের শিক্ষা গ্রহণসহ অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধি পায়। যে সকল মেয়েরা বিয়ে ও প্রথম গর্ভ বিলম্বিত করতে সক্ষম তারা তাদের জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজেদের দক্ষতা, আস্থা ও সম্পদ বাড়ানোর সুযোগ পায়। সেই সাথে তারা নিজেদের আয় বৃদ্ধি ও সন্তানদের পেছনে অধিক বিনিয়োগে সক্ষমতা লাভ করেন।

সুতরাং যে কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সে দেশের জনসংখ্যাকে সীমিত রাখা প্রয়োজন। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি আরো বেশি প্রযোজ্য। জনসংখ্যাকে সীমিত রাখতে হলে আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এবং বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে। প্রতিটি দম্পতির কাছেই পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবা পৌঁছে দিতে হবে, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এবং সকল সক্ষম দম্পতির কাছে। কারণ আমাদের দেশে যথেষ্ট অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় অনেকের মধ্যে সেবা কেন্দ্রে গিয়ে সেবা গ্রহণের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার, মোট প্রজনন হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। আমি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য এবং সরকারের গৃহীত সকল উদ্যোগকে সফল করার জন্য কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৩ এ গৃহীত সকল কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই।

এমএম নিয়াজউদ্দিন

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
২৭ আষাঢ় ১৪২০
১১ জুলাই ২০১৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৩ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচিত হয়েছে **'Adolescent Pregnancy'**। বাংলাদেশের কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে এর বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে **'কৈশোরে গর্ভধারণ, মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ'**। সারাদেশে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত র‍্যালি, আলোচনা সভা, কৃতী কর্মীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ, সেবাকেন্দ্রসমূহে বিশেষ সেবাদান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ কিশোর-কিশোরী। কৈশোর যদিও জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিশোর-কিশোরীর অবস্থানটা সেভাবে বিবেচনায় আসেনি। একজন কিশোরীর জন্য এই অবস্থান আরো নাজুক, এরা কৈশোর বয়স ভালোভাবে উপলব্ধি করার আগেই বিবাহিত জীবন শুরু করতে বাধ্য হচ্ছে। কিশোরী বধূদের এই বিরাট অংশটি পরিকল্পিত গর্ভধারণ বিষয়ে ধারণা না থাকায় এবং কোনরূপ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার না করার ফলে বিয়ের পরপরই গর্ভধারণ করে। অথচ এই সময়ে এ সকল কিশোরীরা মা ও স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিপক্কতা লাভ করে না। অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণের ফলে মা ও শিশু উভয়ের মৃত্যু ও রোগাক্রান্তের হার অধিক। শুধু তাই নয়, এই জনগোষ্ঠী শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়।

বাল্যবিবাহ বা অল্প বয়সে বিয়ে প্রতিরোধের জন্যও এই গ্রুপকে বিশেষ সেবার আওতায় আনা জরুরি। এ জন্য বিলম্বে বিবাহ, সঠিক সময়ে সন্তান গ্রহণ ও জন্ম বিরতিকরণ বিষয়ে দেশজুড়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এদেশে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। আমাদের অর্জন অনেক কিন্তু বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এখনও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার কাজে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি পরিকল্পিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হোক।

একেএম আমির হোসেন

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

কৈশোরে মাতৃত্ব

পটভূমি:

বর্তমান বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রায় ৫০০ মিলিয়নের অধিক কিশোরীর বাস। এরাই বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাতৃস্বাস্থ্যের মূল নির্ণায়ক। সঠিক প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা পেলে তারা নিজেরাই বর্তমান ও ভবিষ্যতে পরিবার ও সমাজের জন্য অনেক অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এতে তাদের অধিকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সুরক্ষিত হবে, যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালের পর উন্নয়ন এজেন্ডায় অর্ন্তভুক্ত হবে।

কিশোরী বয়সে সুযোগ সুবিধা ও পছন্দকে কাজে লাগাবার সুযোগ পেলে পূর্ণ বয়স্ক লোকের মত তারাও একজন সক্রিয় নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য, অবহেলা, বাকস্বাধীনতাহরণ বিষয়গুলো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না।

যা হোক, লক্ষাধিক কিশোরীকে অনেক সময় মারাত্মক বৈষম্য ও বাধার মুখোমুখি হতে হয়, যা তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং সঠিক সম্ভাবনা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। অকালে তারা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, ভয়াবহ যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এবং ক্ষতিকর অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই এসকল কিশোরীর বিয়ে হয়, পরবর্তীতে গর্ভধারণ করে এবং সন্তান লালন-পালন করতে বাধ্য হয়।

কৈশোরে গর্ভধারণ: মুখ্য বিষয়সমূহ:

১. কৈশোরে গর্ভধারণ শুধুমাত্র একটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ই নয়। এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ, সহিংসতা, নারী পুরুষের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, শিক্ষার অভাব, পদ্ধতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা ইত্যাদি। এছাড়াও যে সকল প্রতিষ্ঠান নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্ট, তাদের পদ্ধতিগত ত্রুটি কৈশোর বয়সের গর্ভধারণকে প্রভাবিত করে।

২. বিশ্বের অধিকাংশ কিশোরীকে জোরপূর্বক বিয়ে ও গর্ভে সন্তানধারণে বাধ্য করা হয়।

৩. এক্ষেত্রে প্রান্তিক অবস্থানে অবস্থানরত কিশোরীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অল্প বয়সে বিয়ের সম্মুখীন হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত এই সকল কিশোরীরা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ও বিপদজনক যৌন অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কেননা দরিদ্র এই শ্রেণীর মাঝে যৌন শিক্ষা সম্পর্কিত কোন ধারণা যেমন- এইচআইভি-এইডস সম্পর্কিত ঝুঁকি বিষয়ে তাদের কোন ধারণা নেই। প্রায়শই তারা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণেও বাধ্য হয়।

৪. বিবাহিত, অবিবাহিত মেয়েরা অনেক জটিল কারণে গর্ভবতী হয়। গর্ভধারণ বিষয়ে অজ্ঞতা অথবা কৌতূহলবশত যৌন সম্পর্কের কারণে তারা গর্ভধারণ করে।

৫. অধিকাংশ মেয়ের ক্ষেত্রেই গর্ভধারণ তাদের নিজের পছন্দমত সময়ে হয় না। বেশির ভাগই ঘটে তাদের মৌলিক অধিকার হরণের মাধ্যমে যেমন- বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক ও প্রতারণাপূর্বক যৌন মিলন ইত্যাদি।

৬. কমবয়সী প্রথম গর্ভবতী মা, মাতৃস্বাস্থ্য, অক্ষমতা ও ফিষ্টুলার মত মারাত্মক ঝুঁকি বহন করে। অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার মতো অনেক কিশোরীও দক্ষ দাই ছাড়া সন্তান জন্ম দেয়।

৭. কিশোর বয়সে গর্ভধারণ করলে মা ও তার চারপাশের মানুষগুলোকে চরমমূল্য দিতে হয়। এটি উন্নয়নের অন্তরায়। এর ফলে অল্প বয়সে একজন কিশোরী তার জীবনীশক্তি হারায়, শিক্ষাজীবন সংক্ষিপ্ত হয়, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক অপরিপক্কতা দেখা দেয়। জীবনের সৃষ্ট সুযোগ গুলো কম থাকে। এই প্রবণতা গরীবকে আরও গরীব হতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

কৈশোরে গর্ভধারণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত:

১. ১৫-১৯ বছর বয়সী প্রায় ১৬ মিলিয়ন কিশোরী প্রতিবছর সন্তান জন্ম দেয়। এদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জনেরই ইতোমধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যার ২৩ শতাংশই ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী যারা দ্রুত প্রজনন বয়সে প্রবেশ করবে। এদের ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই ৬৬ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হচ্ছে এবং প্রতি তিন জনে এক জন (৩২.৭%) কিশোরী (১৯ বছরের মধ্যে) মা বা গর্ভবতী হচ্ছেন যা মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ১৩-১৫ বছর বয়সের কিশোরীদের এক-তৃতীয়াংশ এবং ১৮-১৯ বছর বয়সের তিন-চতুর্থাংশ কিশোরীরা সন্তান ধারণ শুরু করে।

৩. ৬৪.৩% বাংলাদেশী বিবাহিত কিশোরীরা কৈশোরে গর্ভধারণ করে। ৫৩.৬% কৈশোরে মা হয় এবং ১০.৭% প্রথম বার মা হওয়ার জন্য গর্ভধারণ করে। বাংলাদেশে ১৫-১৯ বছর বয়সে প্রতি হাজারে ১১৮ জন গর্ভধারণ করে (বিডিএইচএস-২০১১)।

৪. নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশসমূহের ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরী গর্ভধারণ এবং শিশু জন্মদানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিলতা এই কিশোরী গর্ভবতী মায়েদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

৫. অনিরাপদ গর্ভপাতজনিত কারণে কিশোরী ও কমবয়সী নারীরা দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক জটিলতায় মৃত্যু ঝুঁকি ও মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। ২০০৮ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশসমূহে ১৫-১৯ বছর বয়সী নারীদের প্রায় ৩ মিলিয়ন অনিরাপদ গর্ভপাত সংঘটিত হয়েছে।

৬. ২০-২৯ বছর বয়সে সন্তান জন্মদানকারী মায়েদের তুলনায় ২০ বছরের কম বয়সে সন্তান জন্মদানকারী মায়েরা ৫০ শতাংশ মৃত শিশু জন্ম দেন অথবা জন্মের পর শিশুর মৃত্যু ঘটে।

৭. ১৯৯০-২০০০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৈশোরে সন্তান জন্মদানের হার হ্রাস পায়। কিন্তু এ সময়ের পর থেকে এই হ্রাস পাওয়ার গতি ধীর হয় এবং কোন কোন এলাকায় বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ২০০০ সালের পর হতে স্বল্প অগ্রগতির ধারা সত্ত্বেও সাব-সাহারা আফ্রিকার দেশসমূহে কৈশোরে সন্তান জন্মদানের হার সবচেয়ে বেশী (১৫-১৯ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ নারীর ১২০ জন জীবিত সন্তান জন্ম দেয়)। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশসমূহে কৈশোরে সন্তান জন্মদানের হার বেশী। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহেও এ হার অধিক।

৮. বাংলাদেশে শহরের তুলনায় গ্রামে এবং বিভাগসমূহের মধ্যে রাজশাহী বিভাগে অল্প বয়সে মা হওয়ার প্রবণতা বেশি (৩২.৮%), সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম (১৯.৭%)।

যৌন অভিজ্ঞতা এবং কৈশোরে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের উপর তথ্য-উপাত্ত:

- কিশোরী বয়সে মেয়েদের গর্ভনিরোধক সংক্রান্ত তথ্য ও ব্যবহারের সুযোগ সীমিত। সামগ্রিকভাবে উন্নয়নশীল দেশে বিবাহিত কিংবা যৌন মিলনে অংশ নেওয়া শুধুমাত্র শতকরা ২২ জন কিশোরী জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করে, যেখানে ১৫-৪৯ বয়সের বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৬১ শতাংশ।
- বিয়ের আগে বা পওে যৌন কার্যকলাপের প্রথম দীক্ষা উচ্চ মাত্রার কৈশোর প্রজনন ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে ১৫-১৯ বছর বয়সের বিবাহিত নারীদের ৪৭.১ শতাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করে।

বাল্য বিবাহ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত:

- বিশ্বব্যাপী ২০-২৪ বছর বয়সী যুবতী নারীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের (বা প্রায় ৭০ মিলিয়ন) ১৮তম জন্মদিনের আগে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিশ্বের বহু অঞ্চলে বাল্যবিবাহ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান, বিশেষত পল্লী এলাকায় এবং দরিদ্রের মধ্যে। বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই ৬৬ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হচ্ছে।
- বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও এর অধিক শিক্ষিত কিশোরীদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা অতি ধনী কিশোরীদের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি (১৪.৭% ও ৩৫.০%) (বিডিএইচএস-২০০৭)।
- বাল্যবিবাহের কারণে কিশোরী মেয়েদের যারা সাধারণত বয়স্ক স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাদের যৌন সম্পর্কে সহিংস ও ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার অভিজ্ঞতা ঘটে। বিবাহিত মেয়েরা নিজেরা কিশোরী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়শই বিয়ের পর পরই সন্তান নিতে স্বামীর পক্ষ হতে চাপে পড়ে।
- বাল্যবিবাহ মেয়েদের অপরিণত বয়সে ও অপরিকল্পিত গর্ভধারণে বাধ্য করে, যা তাদের ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে ঠেলে দেয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা গেলে ফিস্টুলাসহ এইচআইভি ইনফেকশন এবং মাতৃমৃত্যু ও অক্ষমতাজনিত ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করবে।
- বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে, ২০২০ সালের মধ্যে ১৪২ মিলিয়ন মেয়ে ১৮তম জন্মদিনের আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এর অর্থ প্রতি বছর ১৪.২ মিলিয়ন কিশোরী বা প্রায় ৩৯০০০ জন কিশোরী প্রতিদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

মুখ্য বার্তা ও করণীয়:

কিশোরী মেয়েদের স্বার্থ বিবেচনা করে এখনই এদের উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষিত ও সুস্থ মেয়েদের নিজস্ব প্রতিভার পূর্ণবিকাশ, কর্মসংস্থান ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আশা করা যায় এদের বিবাহ বিলম্বিত হবে, দেরিতে গর্ভধারণ করবে, সুস্থ সন্তান জন্ম দেবে এবং অধিক অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবে। তারা নিজেদের পাশাপাশি পরিবারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবে। তারা নিজেদের সম্প্রদায়/গোষ্ঠী এবং আগামী প্রজন্মের পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হবে।

আমাদের অবশ্য করণীয়:

- প্রয়োজনের নিমিত্ত বিনিয়োগঃ কিশোরীদের মানবাধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রায় কৌশলগত ও দ্রুত বিনিয়োগ, কিশোরীদের ঝুঁকিপূর্ণ ও অনভিপ্রেত গর্ভ হ্রাসসহ তাদের জীবনযাত্রায় বহুমুখী ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।
- কিশোরীদের জন্য সমষ্টিগত যৌনশিক্ষা, যৌন-প্রজননস্বাস্থ্য ও এইচআইভি সেবাসমূহের কোর প্যাকেজ নির্ধারণ, যাতে থাকবে জন্মনিরোধক, এসটিআই ও এইচআইভির প্রতিরোধ ও প্রতিকার, মাতৃস্বাস্থ্য সেবা এবং গর্ভপাত-পরবর্তী চিকিৎসার বিষয়সমূহ। কোন প্রকার আইনানুগ বিধি-নিষেধ ছাড়া এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে খুবই সংবেদনশীল, গোপন এবং বৈষম্যহীনভাবে কিশোরীদের বর্ণিত সেবা ও সুবিধাসমূহ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- বিয়ের জন্য ন্যূনতম বয়স ১৮তে উন্নীত করে বাল্যবিবাহ রোধ করা, মেয়েদের স্কুলে গমন নিশ্চিত করা, যাতে তারা প্রাথমিক শিক্ষার পরও শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এসকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাদি দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং মেয়েদের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে সুযোগ সৃষ্টি ও এই সকল বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে হবে।
- ঝুঁকিতে নিপতিত মেয়েদের বাল্যবিবাহ এবং বাল্য ও অনভিপ্রেত গর্ভধারণ, এর কারণের জন্য করণীয়